মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

(কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)

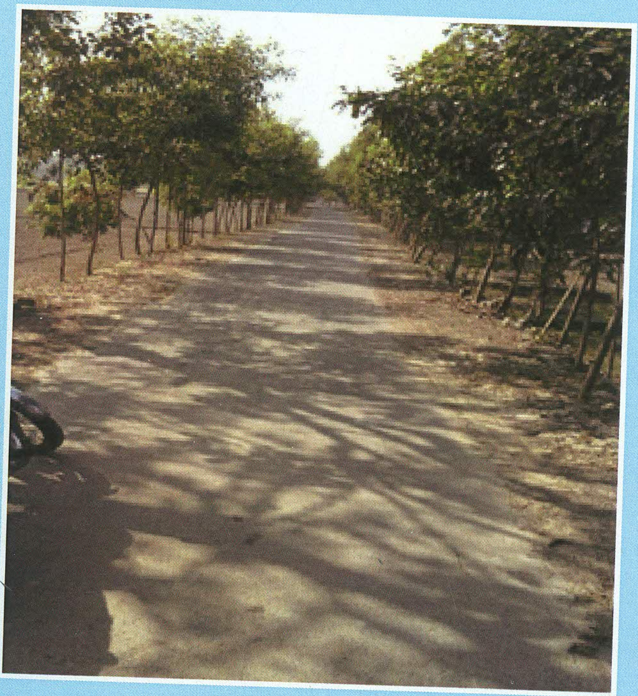

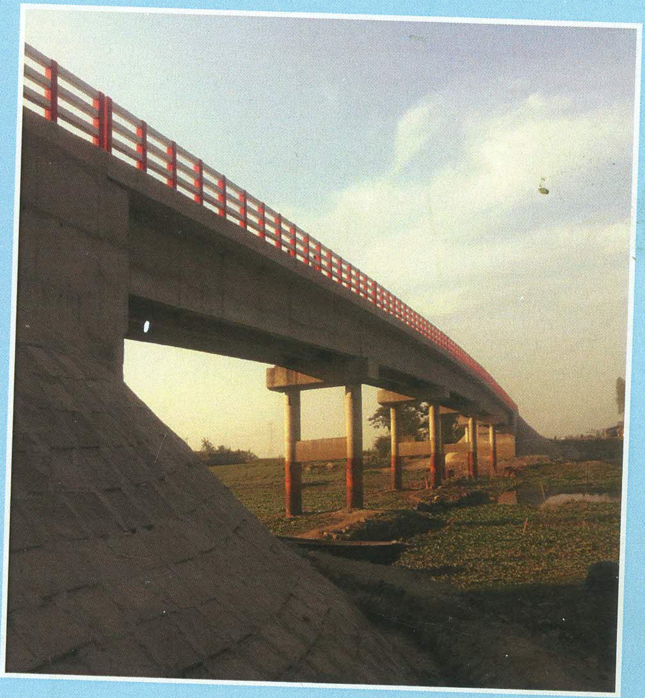

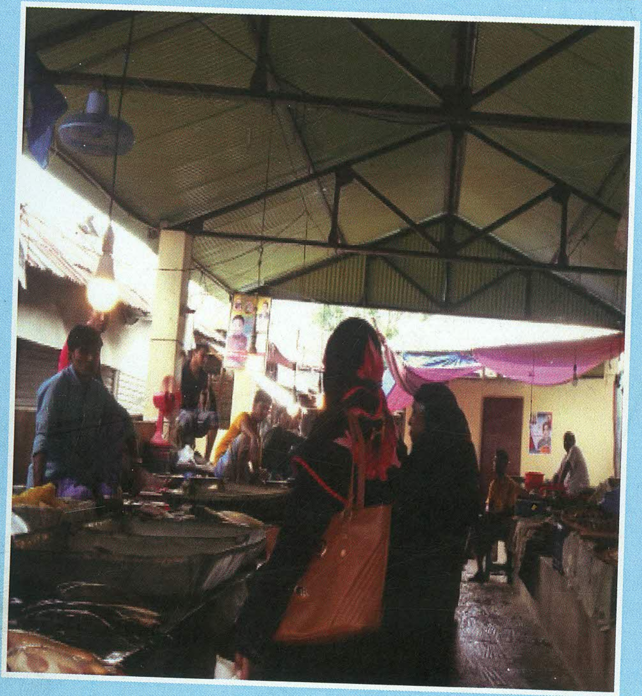

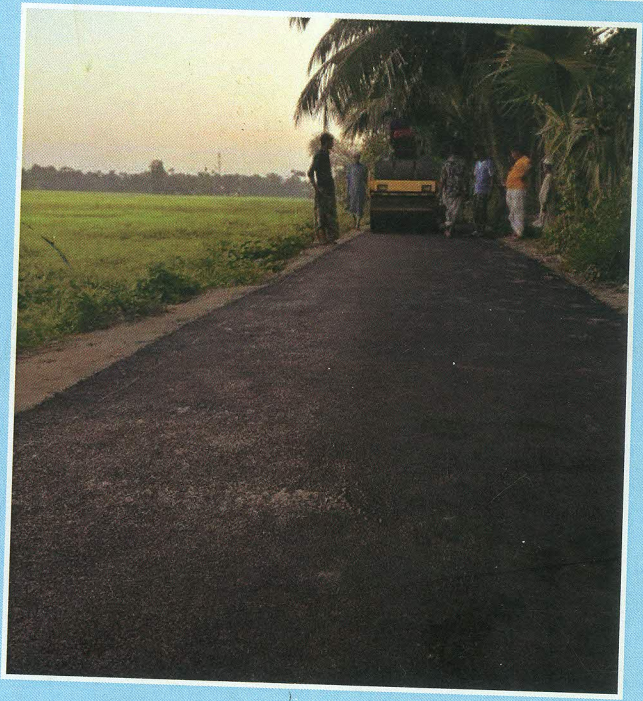

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

পরিকল্পনা কমিশন

ডিসেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	মূল্যায়নের পটভূমি	২
২।	কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি	২
৩।	মূল্যায়ন কমিটির সভা	৩
৪।	মূল্যায়ন পদ্ধতি	৩
৫।	মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা	৩
৬।	প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি	৩
৭।	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	৪
৮।	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি	৪
৯।	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৪
১০।	প্রকল্প এলাকা	৫
১১।	প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি	৫
১২।	প্রকল্পের ডিপিপিতে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ সংস্থান ও প্রাপ্ত বরাদ্দ	৫
১৩।	প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন ক্যাটাগরির সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট এর ডাটাবেজ	৬
	১৩.১ উপজেলা সড়ক	৬
	১৩.২ ইউনিয়ন সড়ক	৭-৮
	১৩.৩ গ্রাম সড়ক	৮-৯
	১৩.৪ ব্রিজ/কালভার্ট	৯-১০
১৪।	পূর্ত কাজের অগ্রগতি	১০
১৫।	স্কীমওয়ারী পরিদর্শন বিবরণ	১১-২১
১৬।	সুফলভোগীদের মতামত	২২
১৭।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মতামত	২২
১৮।	প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ	২২
১৯।	পর্যবেক্ষণ	২৩-২৫
২০।	কমিটির সুপারিশ	২৫-২৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা কমিশন

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বিষয়ঃ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

মূল্যায়নের পটভূমি ঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে ৫৪৬.১১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৯/৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সংস্থান রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এ বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়।

২.০ কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি ঃ

২.১ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের স্মারক নং-২০.৩৪৬.০১৪.০১.০১.২৬৮.২০১৩ (অংশ-১)-১৬৪; তারিখ ০৫/০৯/২০১৭ মারফত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে অনুরোধ করার প্রেক্ষিতে কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হয়। তার প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ প্রতিনিধি সমন্বয়ে মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয়ঃ

(১)	জনাব শেখ নজরুল ইসলাম, প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	উপদেষ্টা
(২)	জনাব মোঃ মনজুরুল আনোয়ার, যুগ্ম-প্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	আহ্বায়ক
(৩)	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য
(৪)	জনাব নূর মোহাম্মদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ আবুল ফজল মীর, উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৬)	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন, উপ-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(৭)	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম মোল্যা, প্রকল্প পরিচালক, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা), এলজিইডি	সদস্য
(৮)	জনাব মোঃ দিদারুল আলম, সিনিয়র সহকারী প্রধান, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৯)	জনাব ফকির মুহাম্মদ মুনাওয়ার হোসেন, সদস্যের একান্ত সচিব, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(১০)	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য-সচিব

২.২ কমিটির কার্যপরিধি ঃ

২.২.১ প্রকল্প এলাকা সরজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি, কাজের গুণগতমান, বাস্তবায়ন সমস্যা, সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

২.২.২ মূল্যায়ন কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহে বরাদ্দকৃত অর্থের খাত/উপ-খাতভিত্তিক বাজেট বিভাজন; এবং

২.২.৩ অনধিক ২ (দুই) মাসের মধ্যে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ।

০ মূল্যায়ন কমিটির সভা ঃ

্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য গঠিত মূল্যায়ন কমিটির উপদেষ্টা এবং পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান ভাগের প্রধান এঁর সভাপতিত্বে ০২/১০/২০১৭ তারিখে কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের ডিপিপি, সর্বশেষ সিক প্রতিবেদন, আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থা এবং প্রকল্প এলাকার বিস্তৃতি পর্যালোচনা র মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সরজমিন পরিদর্শনের কৌশল নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া উক্ত সভায় মূল্যায়নের জন্য াদ্দকৃত অর্থের খাত/উপ-খাতওয়ারী ব্যয় বিভাজন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে ২৪/১০/২০১৭ রিখে কমিটির উপদেষ্টা এর সভাপতিত্বে কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে কমিটির দস্যগণের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৭/১২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৩য় সভায় মধ্যবর্তী মূল্যায়নের খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় এবং এর উপর মিটির সদস্যগণের মতামত/সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। খসড়া প্রতিবেদনের উপর কমিটির সদস্যগণের মতামত/সুপারিশ তিফলিত করে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন ২৭/১২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৪র্থ সভায় পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। ক্ত সভায় কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন স্বাক্ষর করা হয়।

০ মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

কল্পের মূল্যায়নে প্রাথমিকভাবে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল/প্রতিবেদন যেমন- প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি, উদ্যোগী ন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা কার্যবিবরণী, প্রকল্পের সর্বশেষ মাসিক প্রতিবেদন, আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা রিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। এসব প্রতিবেদন থেকে প্রকল্পের কাজের সংস্থান, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রকল্পে র্থিক বরাদ্দ, কাজের গুণগতমান এবং বাস্তবায়ন সমস্যা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নয়া হয়। পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে সরজমিনে কল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থা, প্রকল্প এলাকার বিস্তৃতি এবং সময় স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচ- করে কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ২টি টিমে বিভক্ত হয়ে ২ দফায় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন রা হয়। কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উপজেলা নির্বাচন করা হয় এবং স্কীম নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ রা হয়। ১ম টিম কর্তৃক চাঁদপুর জেলার ৩টি উপজেলা এবং কুমিল্লা জেলার ৩টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা । ২য় টিম কর্তৃক কুমিল্লা জেলার অপর ২টি উপজেলা এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ৩টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম রিদর্শন করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্প এলকাভুক্ত সবকটি জেলার (৩টি জেলা) মোট ১১টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন রা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সব ধরণের কার্যক্রম (বিভিন্ন ক্যাটাগরির সড়ক নির্মাণ, সড়ক মেরামত, ব্রিজ/কা- ভার্ট নির্মাণ, গ্রোথ-সেন্টার নির্মাণ, বৃক্ষরোপন) পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া, পরিদর্শনকালে এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাধারণ জনগণ, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন যানবাহনের চালক, বাজার কমিটির দস্যসহ বিভিন্ন পেশার জনগণের সাথে আলোচনা হয় এবং তাদের মতামত/সুপারিশ/অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। পরিদর্শনলব্ধ ভিজ্ঞতা, মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি, সুফলভোগীদের মতামত, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্যাদি এবং প্রকল্প রিচালকের কাছে রক্ষিত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ণ করা হয়।

০ মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা ঃ

কল্পটি বৃহত্তর কুমিল্লা (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয় ও চাঁদপুর জেলা) জেলার ৩৪টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার স্তৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় এবং সময় স্বল্পতার কারণে প্রকল্পভুক্ত সবকটি উপজেলা সরজমিনে পরিদর্শন করা ম্ভব হয়নি। তাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ১১টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত সড়কগুলে- মধ্যে কিছু সড়ক খুঁড়ে কাজের গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়েছে। অন্যান্য সড়কের বাহ্যিক দিক পর্যবেক্ষণ করে এবং ফলভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে গুণাগুণ যাচাই করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

০ প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

.১ প্রকল্পের নাম ঃ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)

৬.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
৬.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
৬.৪	প্রকল্প ব্যয়	ঃ ৫৬৪.১০৭৪ কোটি টাকা
৬.৫	প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অনুদান
৬.৬	প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৯
৬.৭	প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা	ঃ প্রকল্পটি ০৯/৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৬.৮	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	ঃ ১৭০০০.০০ লক্ষ টাকা

৭.০ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ

- সড়ক উন্নয়ন ও ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- যাতায়াত ও পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় হ্রাস;
- গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড প্রসারিত করে দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নে অবদান রাখা ;
- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন।

৮.০ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ঃ

দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের ওপর। তাই পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা খুবই জরুরী। বৃহত্তর কুমিল্লায় ১৯৯৫৭.২০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক রয়েছে। এর মধ্যে ৬,২৩৯ কিলোমিটার পাকা। সড়ক নেটওয়ার্ক সম্পন্ন করতে এখনও অনেক উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক উন্নয়ন অবশিষ্ট রয়েছে। উপজেলা সড়ক ২,১৬৬ কিলোমিটার এর মধ্যে ১,৮৬১ কিলোমিটার (৮৬%), উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট ২৮৬১৫ মিটার এর মধ্যে ২৫,৩০৭ মিটার (৮৮%), ইউনিয়ন সড়ক ৩০১৪ কিলোমিটার এর মধ্যে ২০৩০ কিলোমিটার (৬৭%), ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট ৩৩,৪৮০ মিটার এর মধ্যে ২৮,২৪২ মিটার (৮৪%), গ্রাম সড়ক ১৩,০৭১ কিলোমিটার এর মধ্যে ২৩৪৮ কিলোমিটার (১৮%), গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট ৬৫,১২৭ মিটার এর মধ্যে ৪২,৬৯২ মিটার (৬৭%) নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হবে। এর ফলে কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, গ্রোথ সেন্টার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যাতায়াত, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব পড়বে। সে লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকার উপজেলা সড়ক ৯১.৫%, ইউনিয়ন সড়ক ৭৫% এবং গ্রাম সড়ক প্রায় ২১.৪% নির্মিত হবে।

৯.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

উপজেলা সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন	ঃ ৪৮.৩২ কিলোমিটার
উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	ঃ ৩৪৯.০০ মিটার
ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন	ঃ ১৪১.১৭ কিলোমিটার
ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	ঃ ৩৮৯.২০ মিটার
গ্রাম সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন	ঃ ৪০০.০০ কিলোমিটার
গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	ঃ ১২৪৮.৫০ মিটার
গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন	ঃ ২০ টি
রক্ষাপ্রদ কাজ	ঃ ১০০০০.০০ মিটার
বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	ঃ ১০০.০০ কিলোমিটার

.০ প্রকল্প এলাকা ঃ

বিভাগ	জেলা (৩টি)	উপজেলা (৩৪টি)
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	দাউদকান্দি, হোমনা, তিতাস, মুরাদনগর, আদর্শ সদর, বুড়িচং, বরুড়া, লাকসাম, সদর দক্ষিণ, মনোহরগঞ্জ, দেবিদ্বার, ব্রাহ্মণপাড়া, চান্দিনা, নাঙ্গলকোট, মেঘনা ও লালমাই (১৭টি)।
	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর, আশুগঞ্জ, সদর, সরাইল, নাসিরনগর, কসবা, আখাউড়া, বিজয়নগর (৯টি)।
	চাঁদপুর	মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, সদর, শাহারাস্তি, হাজীগঞ্জ ও কচুয়া (৮টি)।

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্প এলাকা হিসেবে ৩টি জেলার ৩৩টি উপজেলা উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রকল্প অনুমোদনের পর 'লালমাই' নামে নতুন একটি উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় উপজেলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪টি।

.০ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
মোঃ আবদুস সালাম মোল্যা	নির্বাহী প্রকৌশলী	প্রেষণে (পূর্ণকালীন)	০১/১০/২০১৪ থেকে অদ্যাবধি

.০ প্রকল্পের ডিপিপিতে বছরভিত্তিক বরাদ্দ সংস্থান ও প্রাপ্ত বরাদ্দ (কোটি টাকায়) ঃ

অর্থবছর	ডিপিপিতে বছরভিত্তিক সংস্থান	প্রাপ্ত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০১৪-১৫	৬৫.৭৬৫৬	১০.০০	৯.৯৯ (৯৯.৯%)
২০১৫-১৬	১১৪.৩৪৪১	৮০.০০	৭৯.৯৯(৯৯.৯৯%)
২০১৬-১৭	১৬০.৪৪৯৫	১২০.০০	১১৯.৯৮ (৯৯.৯৮%)
২০১৭-১৮	১৩৮.৮৫৬৭	১৭০.০০	৫৬.০৫ (৩২.৯৭%)*
২০১৮-১৯	৮৪.৬৯১৫	-	
মোটঃ	৫৬৪.১০৭৪	৩৮০.০০	

অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত

প্রকল্পের ১ম-৩য় অর্থ বছরে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। তবে ৪র্থ অর্থ বছরে ডিপিপি'র সংস্থান এর চেয়ে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

১৩.২ ইউনিয়ন সড়কঃ (কিলোমিটার)

১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	আখাউড়া	২১৯.৭	১১৭.০	৬.৫৫	১.৭৩	৯৬.১৫
২		বাঞ্ছারামপুর	২৪৩.৮	৯২.৬	১১.৪২	৫.৬৫	১৩৯.৭৮
৩		সদর	৩৭৪.৭	১৪১.১	১৮.৯৩	৮.৮৩	২১৪.৬৭
৪		কসবা	৩৯৮.১	১৬৬.৫	২০.১৩	১২.২৩	২১১.৪৭
৫		নবীনগর	৫৬৭.৭	৮১.০০	১৬.৩২	৯.৩১	৪৭০.৩৮
৬		নাসিরনগর	২৮৫.০	৩১.১	৮.৮৪	২.৪০	২৪৫.০৬
৭		সরাইল	৪০০.২	২০.৯	৫.১৫	০.৬৮	৩৭৪.১৫
৮		আশুগঞ্জ	২১১.১	৩৮.৮	১৩.৭৬	৪.৭৯	১৫৮.৫৪
৯		বিজয়নগর	৩১২.৩	৬৪.০	৮.৫৫	৪.৪৫	২৩৯.৭৫
		উপমোট	**৩০১২.৬**	**৭৫৩.০০**	**১০৯.৬৫**	**৫০.০৭**	**২১৪৯.৫৫**
১	চাঁদপুর	সদর	৩৭৫.৫	১০৯.৭	১৫.৪৫	৭.৭০	২৫০.৩৫
২		ফরিদগঞ্জ	৮৮১.০	৮৬.২	১৭.০৯	১০.৮১	৭৭৭.৭১
৩		হাইমচর	২৯৮.৮	৩৮.৮	৩.৯	১.৯৩	২৫৬.১০
৪		হাজীগঞ্জ	৩৮৫.৫	৩৬.২	১৬.৮৩	৮.৯৫	৩৩২.৪৭
৫		কচুয়া	৮৫১.৫	৭৪.৮	১৩.৬১	৮.৫৫	৭৬৩.০৯
৬		মতলব (উত্তর)	৭৯৪.৫	৭৪.৫	২০.৩৬	৯.৪০	৬৯৯.৬৪
৭		শাহরাস্তি	৫৫৯.৭	৪৩.০	৯.৫৫	৪.২৯	৫০৭.১৫
৮		মতলব (দক্ষিণ)	১৮৯.৫	২৩.৪	১০.৪৫	৫.৩২	১৫৫.৬৫
		উপমোট	**৪৩৩৬.০**	**৪৮৬.৬**	**১০৭.২৪**	**৫৬.৯৫**	**৩৭৪২.১৬**
		মোট	**১৪৭৮৩.৫**	**২৬৫৩.৮**	**৪০০.০০**	**২০৭.০০**	**১১৭২৯.৭০**

১৩.৩ গ্রাম সড়ক ঃ

(কিলোমিটার)

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	মোট দৈর্ঘ্য	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত দৈর্ঘ্য	এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত দৈর্ঘ্য	এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত দৈর্ঘ্য	অবশিষ্ট দৈর্ঘ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ (৪-৫-৬)
১	কুমিল্লা	চান্দিনা	৬৬৮.৮	৭৪.১	৭.৩	৫.১০	৫৮৭.৪
২		দাউদকান্দি	৩৩৪.৮	৪১.৭	১০.৬	৪.৮৬	২৮২.৫
৩		দেবিদ্বার	৪১৪.৬	১৮.৯	৮.৭৯	৩.৬৬	৩৮৬.৯১
৪		হোমনা	১৮৭.৩	২৮.৫	৩.০১	১.৫৯	১৫৫.৭৯
৫		মুরাদনগর	৪৮১.৩	৬৭.৩	১৪.৫	৭.৪৪	৩৯৯.৫
৬		বরুড়া	৬৯৬.৯	১০৯.৫	২২.৯৯	১১.৫৪	৫৬৪.৪১
৭		ব্রাহ্মণপাড়া	২৮২.৮	৩৩.৪	৭.০৭	৩.২৪	২৪২.৩৩

	বুড়িচং	৫৬৮.৯	১৬৩.২	১৬.৪৪	৬.০৬	৩৮৯.২৬
	চৌদ্দগ্রাম	১১৫৬.০	২৯৩.৬	১৫.৪৯	১৩.২০	৮৪৬.৯১
	আদর্শ সদর	৩৮৪.৬	১৭৯.৬	১০.১৯	৪.৪৬	১৯৪.১০
	লাকসাম	৩৩৪.৩	৪৪.৩	৭.৫৮	৬.৯৯	২৮২.৪২
	নাঙ্গলকোট	৫৩৫.৯	৯০.৬	১১.৯	৯.১০	৪৩৩.৪০
	মেঘনা	১৯০.৫	৯.৫	১৪.৮	৮.৪০	১৬৬.২০
	তিতাস	১৩৮.৮	১০.৭	৩.৭	২.০২	১২৪.৪০
	মনোহরগঞ্জ	৩৫১.৩	৫১.৪	১৫.৯৫	৭.৮২	২৮৩.৯৫
	সদর দক্ষিণ	৭০৮.১	১৯৭.৯	১২.৪৬	৪.১৬	৪৯৭.৭৪
	উপমোট	**৭৪৩৪.৯**	**১৪১৪.২**	**১৮৩.১১**	**৯৯.৯৮**	**৫৮৩৭.৫৯**
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	আখাউড়া	২১৯.৭	১১৭.০	৬.৫৫	১.৭৩	৯৬.১৫
	বাঞ্ছারামপুর	২৪৩.৮	৯২.৬	১১.৪২	৫.৬৫	১৩৯.৭৮
	সদর	৩৭৪.৭	১৪১.১	১৮.৯৩	৮.৮৩	২১৪.৬৭
	কসবা	৩৯৮.১	১৬৬.৫	২০.১৩	১২.২৩	২১১.৪৭
	নবীনগর	৫৬৭.৭	৮১.০০	১৬.৩২	৯.৩১	৪৭০.৩৮
	নাসিরনগর	২৮৫.০	৩১.১	৮.৮৪	২.৪০	২৪৫.০৬
	সরাইল	৪০০.২	২০.৯	৫.১৫	০.৬৮	৩৭৪.১৫
	আশুগঞ্জ	২১১.১	৩৮.৮	১৩.৭৬	৪.৭৯	১৫৮.৫৪
	বিজয়নগর	৩১২.৩	৬৪.০	৮.৫৫	৪.৪৫	২৩৯.৭৫
	উপমোট	**৩০১২.৬**	**৭৫৩.০০**	**১০৯.৬৫**	**৫০.০৭**	**২১৪৯.৫৫**
চাঁদপুর	সদর	৩৭৫.৫	১০৯.৭	১৫.৪৫	৭.৭০	২৫০.৩৫
	ফরিদগঞ্জ	৮৮১.০	৮৬.২	১৭.০৯	১০.৮১	৭৭৭.৭১
	হাইমচর	২৯৮.৮	৩৮.৮	৩.৯	১.৯৩	২৫৬.১০
	হাজীগঞ্জ	৩৮৫.৫	৩৬.২	১৬.৮৩	৮.৯৫	৩৩২.৪৭
	কচুয়া	৮৫১.৫	৭৪.৮	১৩.৬১	৮.৫৫	৭৬৩.০৯
	মতলব (উত্তর)	৭৯৪.৫	৭৪.৫	২০.৩৬	৯.৪০	৬৯৯.৬৪
	শাহরাস্তি	৫৫৯.৭	৪৩.০	৯.৫৫	৪.২৯	৫০৭.১৫
	মতলব (দক্ষিণ)	১৮৯.৫	২৩.৪	১০.৪৫	৫.৩২	১৫৫.৬৫
	উপমোট	**৪৩৩৬.০**	**৪৮৬.৬**	**১০৭.২৪**	**৫৬.৯৫**	**৩৭৪২.১৬**
	মোট	**১৪৭৮৩.৫**	**২৬৫৩.৮**	**৪০০.০০**	**২০৭.০০**	**১১৭২৯.৭০**

৩.৪ ব্রীজ /কালভার্ট ঃ

(মিটার)

ক্রঃ নং	জেলা	মোট দৈর্ঘ্য	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত দৈর্ঘ্য	এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত দৈর্ঘ্য	এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত দৈর্ঘ্য	অবশিষ্ট দৈর্ঘ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (৩-৪-৫)

(ক) উপজেলা সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট

(১)	কুমিল্লা	১৩৫২৪.০০	১১৮৭৫.০০	৭০.০০	৩১.০০	১৫৭৯.০০
(২)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৮০০৯.০০	৬৫৩৯.০০	২৭৯.০০	১২৪.০০	১১৯১.০০
(৩)	চাঁদপুর	৪৮৯২.০০	৪৪৩২.০০	০.০	০.০	৪৬০.০০
	মোট	২৬৪২৫.০০	২২৮৪৬.০০	৩৪৯.০০	১৫৫.০০	৩২৩০.০০

(খ) ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট

(১)	কুমিল্লা	১৩৪৫৫.০০	১১৩২৮.০০	১৮৬.২০	৭৪.০০	১৯৪০.৮০
(২)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৫৯৭৫.০০	৪২৭৯.০০	১২৯.৫০	৪৩.০০	১৫৬৬.৫০
(৩)	চাদপুর	৬২৭১.০০	৫৫০৮.০০	৭৩.৫০	৩৫.০০	৬৮৯.৫০
	মোট	২৫৭০১.০০	২১১১৫.০০	৩৮৯.২০	১৫২.০০	৪১৯৬.৮০

(গ) গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট

(১)	কুমিল্লা	২১৮৪৯.০০	১৩৪০৯.০০	৬৩২.০০	২৮০.০০	৭৮০৮.০০
(২)	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১১৫২৪.০০	৫৩৩০.০০	৩৬৬.৫০	১৩০.০০	৫৮২৭.৫০
(৩)	চাঁদপুর	৯০৭১.০০	১৪৬১.০০	২৫০.০০	৯০.০০	৭৩৬০.০০
	মোট	৪২৪৪৪.০০	২০২০০.০০	১২৪৮.৫০	৫০০.০০	২০৯৯৫.৫০

১৪.০ পূর্ত কাজের অগ্রগতি ঃ

ক্রম	কাজের বিবরণ	ডিপিপি'র সংস্থান		অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		ভৌত	আর্থিক (কোটি টাকা)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)
১	উপজেলা সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (কিঃমিঃ)	৪৮.৩২	৩৯.০৪	২৬.৫ (৫৪%)	১৮.৮০ (৪৮%)
২	ইউনিয়ন সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (কিঃমিঃ)	১৪১.১৭	৯৫.৯০	৮২.৫ (৫৮%)	৪৯.৬০ (৫১%)
৩	গ্রাম সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন (কিঃমিঃ)	৪০০.০০	২.৩৫	২০৭.০০ (৫১%)	১.০৬ (৪৫%)
৪	উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৩৪৯.০০	১৯.২০	১৫৫.০০ (৪৪%)	৮.৩১ (৪৩%)
৫	ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৩৮৯.২০	১৯.৪৬	১৫২.০০ (৩৯%)	৬.৫০ (৩৩%)
৬	গ্রাম সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	১২৪৮.৫০	৪৯.৯৪	৫০০.০০ (৪০%)	১৯.২০ (৩৮%)
৭	গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন (টি)	২০ টি	৬.০০	৮ (৪০%)	২.৪০ (৪০%)
৮	প্রটেকশন কাজ (মিটার)	১০০০০.০০	১৫.০০	৭০০০ (৭০%)	১০.০০ (৬৬%)
৯	বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা (কিঃমিঃ)	১০০.০০	১.০০	৪০ (৪০%)	০.১৭ (৩৮%)

আংশিক পূর্ত কাজ ও অন্যান্য আইটেমের ব্যয়সহ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৬৬.০১ কোটি টাকা (৪৭%) এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৪৮%।

৫.০ স্কীমওয়ারী পরিদর্শন বিবরণ ঃ

৫.১ জেলা-চাঁদপুর; উপজেলা-মতলব উত্তর ঃ

কল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মোট ৪৭টি স্কীম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে সড়ক উন্নয়নের স্কীম টি, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ৩টি এবং মেরামত ও পুনর্বাসনের স্কীম ৫টি। এর মধ্য থেকে নিম্নোক্ত ৩টি স্কীম পরিদর্শন করা ঃ

৫.১.১ গজরা বাজার-পশ্চিম চৌরাস্তা বাজার-একলাসপুর ইউপি সড়ক (আইডি নং-৪১৩৭৬৩০১৩) উন্নয়ন

টি একটি ইউনিয়ন সড়ক যার মোট দৈর্ঘ্য-৮.৩৭ কিঃমিঃ। র মধ্যে অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় ইতোপূর্বে পাকা করা য়েছে ৭.৩৭ কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ সালে ড়কটির অবশিষ্ট ১.০০ কিঃমিঃ (চেইঃ৩০০০-৪০০০মিঃ) য়নের ফলে সড়কটির সম্পূর্ণ অংশ পাকা করা হয়েছে। র্যবেক্ষণে সড়কটির গুণগতমান সন্তোষজনক বলে প্রতী-মান হয়। তবে কোন কোন স্থানে সড়কের পাশের মাটি ভেঙ্গে যাওয়ার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

৫.১.২ মোহনপুর-কালাকান্দা ইউপি অফিস-ছেঙ্গারচর সড়ক (আইডি নং-৪১৩৭৬৩০১৮) উন্নয়ন।

ড়কটির মোট দৈর্ঘ্য-৪.৭০ কিঃমিঃ, যার মধ্যে পাকা অংশের দৈর্ঘ্য ২.৯০ কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের আওতায় আরও ৮ কিঃমিঃ (চেইঃ ১২০০-৩০০০মিঃ) উন্নয়নের ফলে ড়কটির সম্পূর্ণ অংশ পাকা করণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রিদর্শনকালে এলাকার জনগণ সড়ক নির্মাণ কাজের গতমান এবং এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তাগণের র্যকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সড়ক নির্মাণের ফলে তায়াত এবং পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে বলে রা জানান।

১৫.১.৩ দূর্গাপুর বাজার-আনন্দবাজার-ঘাসেরচর সড়ক (আইডি নং-৪১৩৭৬৪০৮৩) উন্নয়ন।

মোট ২.৩৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সড়কটি ইতোপূর্বে ১.০০ কিঃমিঃ পাকা করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ১.৩৫ কিঃমিঃ (চেইঃ ১০০০-২৩৫০মিঃ) উন্নয়নের ফলে সড়কটির সম্পূর্ণ অংশ পাকা করণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সড়কটির কিছু অংশে পুকুর রয়েছে এবং সে অংশে প্যালাস-াইডিং করতে হয়েছে। সড়কটি নির্মাণের ফলে অত্র এলাকার এবং পাশের গ্রামের জনগণ ব্যাপক উপকৃত হয়েছে বলে এলাকার জনসাধারণ এবং পরিবহন চালকদের সাথে কথা বলে জানা যায়।

১৫.২ জেলা-চাঁদপুর; উপজেলা-মতলব দক্ষিণ ঃ

চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার মোট ২৬টি স্কীম এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে সড়ক উন্নয়নের স্কীম ২৩টি, সড়ক মেরামত ও পুনর্বাসনের স্কীম ২টি এবং বাজার উন্নয়ন স্কীম ১টি। এর মধ্য থেকে নিম্নোক্ত স্কীমটি পরিদর্শন করা হয় ঃ

১৫.২.১ বারোখালিয়া বাজার-আশ্রম-পিনগড়া-মাষ্টার বাজার- কুমারডোগি সড়ক (আইডি নং-৪১৩৯৬৩০০৪) উন্নয়ন।

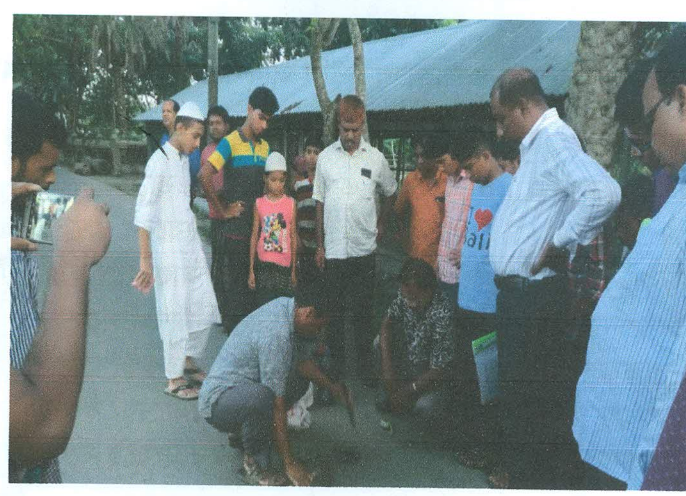

মোট ৮.৯৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এ সড়কটির ৬.২২ কিঃমিঃ ইতোপূর্বে অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় পাকা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আরও ১ কিঃমিঃ (চেইঃ ৫৩৫০-৬৩৫০মিঃ) উন্নয়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১.৭৫ কিঃমিঃ কাঁচা রয়েছে। সড়কের একটি অংশে গর্ত করে কার্পেটিং এর পুরুত্ব পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষান্তে কার্পেটিং এর পুরুত্ব নির্ধারিত পুরুত্বের চেয়ে বেশি পাওয়া যায়। তবে সড়কটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে নির্মাণ করায় বিভিন্ন অংশের অবস্থা বিভিন্ন রকম। ৪/৫ বছর পূর্বে নির্মিত অংশটুকু মেরামত করার প্রয়োজনী-য়তা পরিলক্ষিত হয়। বাজারের সাথে সংযোগকারী এ সড়কটি নির্মাণের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ীরা জানান।

.৩ জেলা-চাঁদপুর; উপজেলা-হাজীগঞ্জ ঃ

কল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার মোট ৪১টি স্কীম এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে সড়ক উন্নয়নের ম ৩৬টি, কালভার্ট নির্মাণ ১টি, মেরামত ও পুনর্বাসনের স্কীম ৪টি। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নিম্নোক্ত ১টি স্কীম পরিদর্শন করা ঃ

.৩.১ ধীতপুর আরএন্ডএইচ- রাজারগাঁও বাজার সড়ক াইডি নং-৪১৩৪৯২০০১) মেরামত।

লোচ্য উপজেলা সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৮.৫০ কিঃমিঃ। এ কল্পের আওতায় ১.৮০ কিঃমিঃ (চেইঃ ০০-১৮০০মিঃ) ক মেরামত করা হয়েছে। সড়কটি মেরামতের ফলে জার এলাকায় যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং াকার জনগণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। কৃষক দের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করতে পারছেন ল তারা জানান। তবে বাজার অংশে আরসিসি সড়ক র্মাণ করা হলে সড়কটি দীর্ঘস্থায়ী হতো বলে প্রতীয়মান ।

.৪ জেলা-কুমিল্লা; উপজেলা-বুড়িচং ঃ

মিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার মোট ৪০টি স্কীম এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্কীমগুলোর মধ্যে ৩৭টি সড়ক উন্নয়নের ম এবং ৩টি মেরামত/পুনর্বাসন স্কীম। এর মধ্য থেকে কমিটি কর্তৃক নিম্নোক্ত ৩টি স্কীম পরিদর্শন করা হয়ঃ

.৪.১ ধীতপুর আরএন্ডএইচ- রাজারগাঁও বাজার সড়ক াইডি নং-৪১৩৪৯২০০১) মেরামত।

লোচ্য উপজেলা সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৮.৫০ কিঃমিঃ। এ কল্পের আওতায় ১.৮০ কিঃমিঃ (চেইঃ ০০-১৮০০মিঃ) ক মেরামত করা হয়েছে। সড়কটি মেরামতের ফলে জার এলাকায় যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং াকার জনগণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। কৃষক দের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করতে পারছেন ল তারা জানান। তবে বাজার অংশে আরসিসি সড়ক র্মাণ করা হলে সড়কটি দীর্ঘস্থায়ী হতো বলে প্রতীয়মান ।

১৫.৪.২ পশ্চিম মনিপুর-এনএইচডাব্লিউ-পাঞ্চকিত্তা বাজার সড়ক (আইডি নং-৪১৯১৮৪০৬১) উন্নয়ন।

সড়কটি মোট দৈর্ঘ্য ২.৮০ কিঃমিঃ। ইতোপূর্বে অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় পাকা করা হয়েছে ০.৬৩১ কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ০.৪৮ কিঃমিঃ (চেইঃ ৬৩১-১১১১মিঃ) উন্নয়ন করায় সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য পাকা করা হয়েছে। পূর্বে নির্মিত ১.৬৯ কিঃমিঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবককাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর আওতায় মেরামতের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সড়কটি নির্মাণের ফলে কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর হয়েছে। তাছাড়া, অন্যান্য সেবদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে।

১৫.৪.৩ কোরপাই পোষ্ট অফিস মোড়-রাজার মায়ের জংগল-পিওর বাজার সড়ক (আইডি নং-৪১৯১৮৫১৫০) উন্নয়ন।

সড়কটি মোট দৈর্ঘ্য ১.২০ কিঃমিঃ এর মধ্যে পূর্বে ০.২০ কিঃমিঃ পাকা ছিল। এ প্রকল্পের আওতায় ১.০০ কিঃমিঃ (চেইঃ ০০-১০০০মিঃ) উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটি নির্মাণের ফলে আশ-পাশের জনগণের বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজতর হয়েছে, কৃষি পণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫.৫ জেলা-কুমিল্লা; উপজেলা-বরুড়া ঃ

প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার মোট স্কীম ৪৬টি। যার মধ্যে সড়ক উন্নয়নের স্কীম ৪২টি, মেরামত ও পুনর্বাসন স্কীম ৩টি এবং বাজার উন্নয়ন স্কীম ১টি। এর মধ্য থেকে নিম্নোক্ত ৩টি স্কীম পরিদর্শন করা হয়ঃ

.৫.১ আগানগর ইউপি অফিস-কেমতলী বাজার সড়ক (আইডি নং-৪১৯০৯৩০১০) উন্নয়ন।

লোচ্য ইউনিয়ন সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৩.৯০ কিঃমিঃ। যার ধ্যে পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য ১.০০ কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের ওতায় আরও ১.০০কিঃমিঃ (চেইঃ১০০০-২০০০মিঃ) য়নের ফলে সড়কটি অন্য একটি পাকা সড়কের সাথে যোগ স্থাপন করেছে এবং সড়কের অবশিষ্ট ১.৯০ কিঃমিঃ চা, যা বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবককাঠামো য়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)-এ অন্তর্ভূক্ত আছে। সড়কটি নির্মাণ য় জনগণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে, কৃষি পণ্য রিবহন ও বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে। সম্পাদিত জের গুণগতমান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

.৫.২ আমড়াতলী বাজার উন্নয়ন।

ল্পের আওতায় ২৪.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি মাল্টি রপাস সেড, ১টি ফিস সেড, ৮৯মিটার সড়ক, ১টি উব-ওয়েল, ৪৩মিটার ড্রেন এবং ১টি টয়লেট নির্মাণ করা য়েছে। এতে এলাকার জনগনের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক র হয়েছে, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে ং জনগণ কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে বলে জনগণের থে কথা বলে জানা যায়। বাজার নির্মাণ কাজের গুণগতম-ভাল বলে মনে হয়। তবে বাজারের ড্রেন অপরিচ্ছন্ন দেখা য়। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও বাজারের বসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, বাজার কমিটি কলেও বাজার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তাদের তেমন তদারকি আগ্রহ দেখা যায় না।

.৫.৩ আমড়াতলী বাজার-কালির বাজার ভায়া বাতিয়াচ-সড়ক (আইডি নং-৪১৯০৯২০০৮) মেরামত।

কটির মোট দৈর্ঘ্য ৩.৯৬কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের আওতায় ৮৬ কিঃমিঃ (চেইঃ ৩১০০-৩৯৬০ মিঃ) মেরামতের ফলে াকার জনগনের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। মেরামতের র্ব সড়কটিতে যানবাহন চলাচল খুব কষ্টসাধ্য ছিল বলে াকার জনগণ ও যানবাহনের চালকগণ জানান। তবে কের অবশিষ্ট অংশ একসাথে মেরামত করা হলে সম্পূর্ণ কটি একই ধরণের হতো এবং জনগণ সড়কের পূর্ণ সুফল ওয়ার সুযোগ ছিল বলে মনে হয়।

১৫.৬ জেলা-কুমিল্লা; উপজেলা-সদর দক্ষিণ ঃ

প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার মোট স্কীম ২৯টি, যার মধ্যে সড়ক উন্নয়নের স্কীম ১৮টি এবং মেরামত ও পুনর্বাসন স্কীম ১১টি। উক্ত স্কীমগুলো থেকে নিম্নোক্ত ৩টি স্কীম পরিদর্শন করা হয়ঃ

১৫.৬.১ সুয়াগঞ্জ-তালপট্টি-বিরাহিমপুর-কমলপুর সড়ক (আইডি নং-৪১৯৯১৩০০৬) মেরামত।

মোট ৭.১০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন সড়কটির ২.২০ কিঃমিঃ (চেইঃ ১০০০-৩২০০মিঃ) এ প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হয়েছে। মোট ৪১.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত মেরামত কাজ সেপ্টেম্বর ২০১৫ এ সমাপ্ত করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে উক্ত সড়ক মেরামতের সাথে ১টি ইউ ড্রেন এবং পুকুরের পাশে ৭০ মিটার প্যালাসাইডিং কাজ পরিলক্ষিত হয়। যথাসময়ে সড়কটি মেরামত করায় মেরামত কাজে ব্যয় কম হয়েছে বলে এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান এবং এতে যথাসময়ে মেরামতের গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়।

১৫.৬.২ ভূলইন ইউপি (ভূ:চি) পরতি বাজার-জামুয়া-মদিনা বাজার সড়ক (আইডি নং-৪১৯৯১৩০৩৭) মেরামত ।

সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৯.৬৫ কিঃমিঃ। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৩৩.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৫০ কিঃমিঃ (চেইঃ ৪৮৪৫-৬৩৪৫মিঃ) সড়ক মেরামত কাজ জুন ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। যথাসময়ে সড়ক মেরামত করা হলে খরচ কম হয় এবং কাজের গুণগতমান ভাল হয় বলে সামগ্রিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া, এলজিইডি'র কর্মকর্তাগণ মোবাইল মেইনটেনেন্স এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক-ভাবে সড়কের ছোট-খাট সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

.৬.৩ ছোট হরগিলা-চড়বাড়িয়া-ভাটরা-বেলঘর সড়ক আইডি নং-৪১৯৯১৩০৩৪) উন্নয়ন।

ড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৭.২০ কিঃমিঃ, যার মধ্যে পাকা শের দৈর্ঘ্য ২.২০ কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের আওতায় আরও ৭০ কিঃমিঃ (চেইঃ ২০০০-৩০০০মিঃ এবং ০০-৩৯০০মিঃ) উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটিতে ৬০ টার প্যালাসাইডিং কাজ করতে হয়েছে। সড়কটির অবশিষ্ট ৩০কিঃমিঃ কাঁচা, যা বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপর্ণ পল্লী ককাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)-এ অন্তর্ভূক্ত আছে। ড়কটির ভিন্ন ভিন্ন চেইনেজে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাজ করা য়েছে। একটি সড়ক একই প্রকল্পের আওতায় একবারে র্মাণ করার গুরুত্ব কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়।

.৭ জেলা-কুমিল্লা; উপজেলা-দেবীদ্বার ঃ

কল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার মোট ৩৮টি স্কীম (উন্নয়নের স্কীম ২৯টি, ব্রীজ নির্মাণ-১টি এবং রামত/পুনর্বাসন স্কীম ৮টি) অন্তর্ভুক্ত আছে। পরিদর্শন টিম কর্তৃক নিম্নোক্ত ২টি স্কীম পরিদর্শন করা হয় ঃ

.৭.১ কংসনগর জিসি-ধামতী জিসি সড়ক (আইডি ৪১৯৪০২০১০) উন্নয়ন।

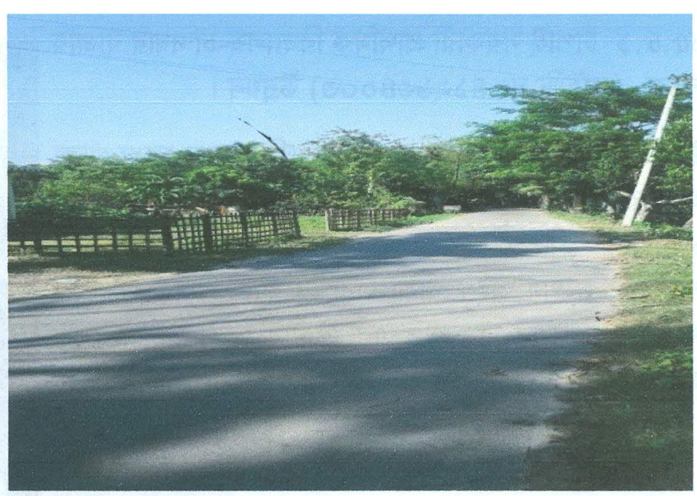

কটির মোট দৈর্ঘ্য ৭.৫০ কিঃমিঃ। এর মধ্যে অনান্য কল্পের আওতায় ইতোপূর্বে পাকা করা হয়েছিল ৫.৭০ মিঃ। এ প্রকল্পের আওতায় আরও ১.৮ কিঃমিঃ (চেইঃ ০০-৭৫০০মিঃ) উন্নয়নের ফলে সড়কটির সম্পূর্ণ অংশ কা করণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্পাদিত কাজের মান বলে স্থানীয় জনগণ এবং পরিবহন চালকগণ মতামত করেন। সড়কটি নির্মাণের ফলে কৃষি পণ্য পরিবহন ও জারজাতকরণ সহজতর হয়েছে এবং পরিবহন ব্যয় ও য় হ্রাস পেয়েছে।

১৫.৭.২ চরবকার-নবীবাদ ভায়া মোহনপুর জিসিসি সড়ক (আইডি নং-৪১৯৪০২০০২) মেরামত।

মোট ১০.৪০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট উপজেলা সড়কটির ৪.১০কিঃমিঃ (চেইঃ ০০-৪১০০মিঃ) এ প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হয়েছে। এতে এলাকার জনগণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে, পরিবহন ব্যয় ও সময় সাশ্রয় হয়েছে এবং জনগণ কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। সড়কটির অবশিষ্ট অংশ (চেইনেজ ৪১০০-৭১০০মিঃ) মেরামতের জন্য বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।।

১৫.৮ জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া; উপজেলা-কসবা ঃ

আলোচ্য প্রকল্পে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা উপজেলার মোট ৫৬টি স্কীম অন্তর্ভুক্ত আছে। এগুলো হলো সড়ক উন্নয়নের স্কীম ৩২টি, ব্রীজ নির্মাণ স্কীম ৫টি, মেরামত/পুনর্বাসন স্কীম ১৫টি এবং বাজার উন্নয়ন ৪টি। এর মধ্য থেকে নিম্নোক্ত ৪টি স্কীম পরিদর্শন করা হয় ঃ

১৫.৮.১ চাপাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-চন্দিদ্বার বাজার সড়ক (আইডি নং-৪১২৬৩৪০০৩) উন্নয়ন।

উক্ত সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ১.৯৭২ কিঃমিঃ। যার মধ্যে পাকা অংশের দৈর্ঘ্য ০.৫৩ কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের আওতায় আরও ১.৪৪২ কিঃমিঃ (চেইঃ ৫৩০-১৯৭২মিঃ) উন্নয়নের ফলে সড়কটির সম্পূর্ণ অংশ পাকা করণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সম্পাদিত কাজের মান ভাল এবং স্থানীয় জনগণ এ সড়কের মাধ্যমে বেশ উপকৃত হয়েছেন বলে জানান।

.৮.২ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সিপাহী শহীদুল হক সড়ক (আইডি নং-৪১২৬৩৩০০২) মেরামত ।

 সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ১২.৫০ কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের ওতায় সড়কটির বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ৩.৭২৫ কিঃমিঃ (চেইঃ -৩৭২৫মিঃ) প্রশস্থকরণসহ পুনর্বাসন করা হয়েছে। শিষ্ট অংশ মোটামোটি ভাল অবস্থায় আছে, যা পরবর্তীতে ামত করা হবে বলে এলজিইডি'র স্থানীয় কর্মকর্তাগণ ান। সড়কটি মেরামতের ফলে এলাকার জনগণের বাজার, কা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ায়াত সহজতর হয়েছে। কৃষক তাদের পণ্য বাজারজাত র ন্যায় মূল্য পাচ্ছে বলে স্থানীয় জনগণ জানান।

.৮.৩ কুটি বাজার-কসবা পুরান বাজার জিসি সড়ক (আইডি নং-৪১২৬৩২০০৬) উন্নয়ন।

 একটি উপজেলা সড়ক, যার মোট দৈর্ঘ্য ১২.৪৮ মিঃ। যার মধ্যে পাকা অংশের দৈর্ঘ্য ৮.৪০৭ কিঃমিঃ। লাচ্য প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৪.০৭৩ কিঃমিঃ (চেইঃ ৩০-৬৩০৩মিঃ) উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে কটির সম্পূর্ণ অংশ পাকা হবে। বর্তমানে সড়কটির র্মাণ কাজ চলমান আছে। সে সাথে উক্ত সড়কে প্রকল্পের ওতায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কের পাশের জমির মালিকগণ তাদের পছন্দমত গাছের ত নির্বাচন করে নিজেরা তা পরিচর্যা করতে ইচ্ছুক বলে া জানান।

.৮.৪ মজলিসপুর বাজার উন্নয়ন।

ল্পের আওতায় ৩৪.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি ফিস সেড, ১টি টি পারপাস সেড, ১টি মিট সেড, ১টি ওপেন প্ল্যাটফরম, টয়লেট, ১০৪ মি. সড়ক, ১টি টিউব-ওয়েল, ৬০মি. ড্রেন ণ সম্বলিত মজলিসপুর বাজারটির নির্মাণ কাজ সম্প্রতি প্ত হয়েছে। শিঘ্রই এখানে দোকান বরাদ্দ দেয়া হবে এবং ত এলাকার জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা হবে বলে য় জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ জনগণ জানান। সম্পাদিত জের গুণগতমান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়। বাজার টি কর্তৃক বাজার ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্ক-রিচ্ছন্নতার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

১৫.৯ জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া; উপজেলা-আখাউড়া ঃ

প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার আখাউড়া উপজেলার মোট ১৮টি স্কীম অন্তর্ভুক্ত আছে। যার মধ্যে সড়ক উন্নয়নের স্কীম ১১টি, ব্রীজ নির্মাণ ৪টি এবং মেরামত ও পুনর্বাসন স্কীম ৩টি। উক্ত স্কীমগুলোর মধ্যে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নিম্নোক্ত ২টি স্কীম পরিদর্শন করা হয়ঃ

১৫.৯.১ আখাউড়া বড় বাজার (জিসি)-দক্ষিণখার জিসি সড়ক (আইডি নং-৪১২০২২০০১) উন্নয়ন।

আলোচ্য উপজেলা সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৫.৯৪ কিঃমিঃ। যার মধ্যে ইতোপূর্বে অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাকা অংশের দৈর্ঘ্য ৩.২৬কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের আওতায় আরও ২.৬৬কিঃমিঃ (চেইঃ ৭১০-১৪৫০মিঃ এবং ৪০০০-৫৯৫০মিঃ) উন্নয়নের ফলে সড়কটির সম্পূর্ণ অংশ পাকা করণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় ৯৬মিঃ দীর্ঘ ১টি ব্রীজ নির্মাণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত ব্রীজটি নির্মাণ করা হলে উপজেলা সদরের সাথে অত্র এলাকার দূরত্ব প্রায় ৭ কিঃমিঃ হ্রাস পাবে বলে এলজিইডি'র কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনগণ জানান।

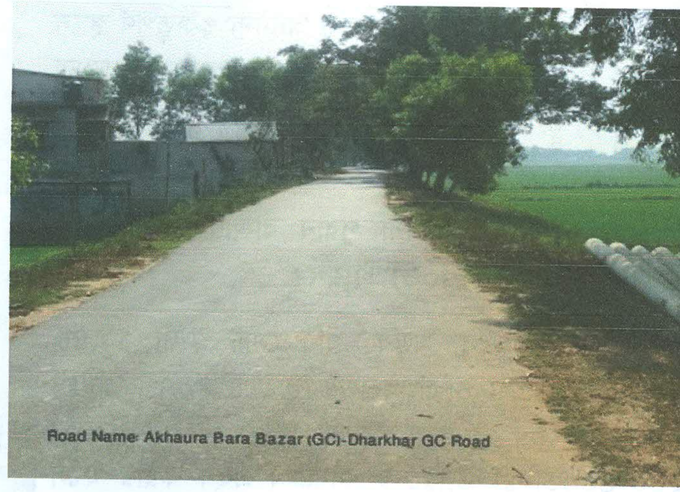

Road Name: Akhaura Bara Bazar (GC)-Dharkhar GC Road

১৫.৯.২ আখাউড়া উত্তর (ফায়ার সার্ভিস) খালাজুড়া-গাজির বাজার- আব্দুল্লাহপুর চেকপোষ্ট সড়ক (আইডি নং-৪১২০২৩০০৩) মেরামত ।

সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৭.৮৮ কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের আওতায় ৪.৯৮কিঃমিঃ (চেইঃ ০০-৩১০০মিঃ এবং ৬০০০-৭৮৮০মিঃ) সড়ক মেরামতের ফলে এলাকার জনগণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। সড়কটি মেরামতের পূর্বে যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল বলে এলাকার জনগণ জানান। সড়কের অবশিষ্ট অংশও জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়।

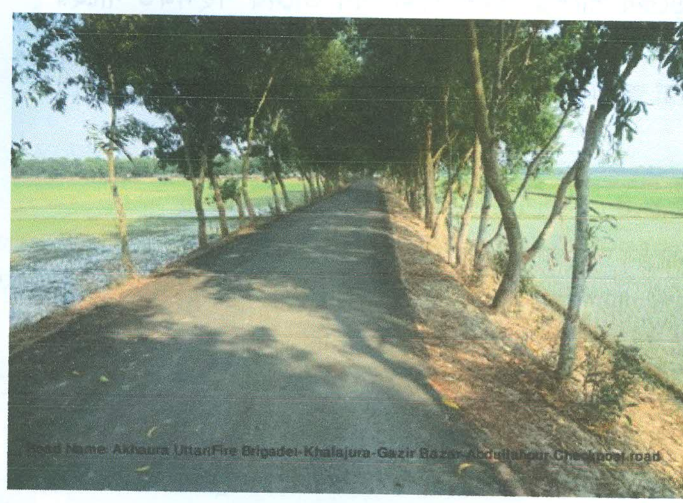

Road Name: Akhaura UttarFire Brigadei-Khalajura-Gazir Bazar-Abdullahpur Checkpost road

০ জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া; উপজেলা-সরাইল ঃ

র আওতায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার সরাইল উপজেলার ৮টি স্কীম অন্তর্ভুক্ত আছে। এগুলো হলো সড়ক উন্নয়নের স্কীম ব্রীজ নির্মাণ ১টি এবং মেরামত ও পুনর্বাসন স্কীম ১টি। এর মধ্য থেকে ব্রীজ নির্মাণ স্কীমটি পরিদর্শন করা হয়ঃ

০.১ সরাইল কুট্টাপাড়া আরএন্ডএইচ ভায়া সাইদতোলা (আইডি নং-৪১২৯৪২০০৩) ২৭মি. ব্রীজ নির্মাণ।

চ্য প্রকল্পের আওতায় সরাইল কুট্টাপাড়া আরএন্ডএইচ সৈয়দটুলা সড়কে ৬০০মি চেইনেজে ২৭মিঃ দীর্ঘ ১টি সি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়। ব্রীজটি ঢাকা-সিলেট ড়কের কুট্টাপাড় ও সৈয়দটুলা হয়ে উপজেলা সদরের সংযোগ স্থাপন করেছে। এতে উক্ত এলাকার ণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে এবং পরিবহণের সময় হ্রাস পেয়েছে।

১ জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া; উপজেলা-বাঞ্ছারামপুর ঃ

র আওতায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ২৫টি স্কীম (সড়ক উন্নয়নের স্কীম ২২টি, ব্রীজ নির্মাণ ২টি বাজার নির্মাণ ১টি) অন্তর্ভুক্ত আছে। কমিটি কর্তৃক নিম্লোক্ত ২টি স্কীম পরিদর্শন করা হয়ঃ

১.১ রূপসদী ফুরাগাজী বাড়ি হতে মালেক বেপারীর রাস্তা (আইডি নং ঃ ৪১২০৪৫০৯২) উন্নয়ন।

টির মোট দৈর্ঘ্য-১.৮৮ কিঃমিঃ। এ প্রকল্পের আওতায় ০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.০০ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ করা । এতে সড়কটি রূপসদী উত্তর বাজারের সাথে য়ন হেড-কোয়ার্টারের সংযোগ স্থাপন করেছে। দুটি ক বিদ্যালয়, ১টি কবরস্থান এবং আনুমানিক ৪০০ র সরাসরি উপকার পাচ্ছে। ভেলানগর, রূপসদী উত্তর গ্রাম দুটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের দূরত্ব ২ কিঃমিঃ পেয়েছে। রূপসদী কান্দাপাড়া মাঠের ফসল ও বিলের সম্পদ বাজারজাতকরণে সড়কটি ভূমিকা রাখছে।

১.২ আকানগর-মধ্য বাজার রোডের (আইডি নং ঃ ০৪৪০৫৫) ১১৩৬ মি. চেইনেজে ১২০.০০ মিটার দীর্ঘ সিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।

৬০৭.৯৩ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে ১২০.০০ মিটার দীর্ঘ সি গার্ডার ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে তেজখালী, ড়িয়াকান্দি ও সলিমগঞ্জ ইউনিয়নের জনগণ ব্রীজটি ব্যবহার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদরে যাতায়াত করতে পারছে। মৎস্য সম্পদ, কৃষি পণ্যাদিসহ মালামাল পরিবহন তর হয়েছে এবং পরিবহনে সময় ও ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

১৬.০ সুফলভোগীদের মতামত ঃ

১৬.১ জনপ্রতিনিধিদের মতামত ঃ

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যেমন-উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, বাজার কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্যদের সাথে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে তাঁরা প্রকল্পের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং জানান যে, উক্ত এলাকায় এখনও অনেক সড়ক কাঁচা রয়েছে। সে সড়কগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ করা প্রয়োজন বলে তারা জানান। তাছাড়া, ইতোপূর্বে নির্মিত সড়কগুলো নিয়মিত মেরামত করা এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের জন্য তারা অনুরোধ জানান।

১৬.২ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মতামতঃ

পরিদর্শনকালে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান এবং উপজেলা পরিষদের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। তারাও প্রকল্প বাস্তবায়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাজার/গ্রোথ-সেন্টার এর সাথে সংযোগকারী সড়কগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণের জন্য তারা অনুরোধ জানান।

১৬.৩ স্থানীয় জনসাধারণ/যানবাহন চালকদের মতামতঃ

প্রকল্পের স্কীম পরিদর্শনকালে সড়কের পাশের জনগণ, ভ্যান/অটোরিক্স/সিএনজি চালক, বাজারের ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার জনগণের সাথে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে প্রকল্পের কার্যক্রমে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। আশ-পাশের কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জানা যে, প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের ফলে তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে, তারা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। তবে আরও অনেক সড়ক নির্মাণ করা, একটি সড়ককে আংশিকভাবে নির্মাণ না করে সম্পূর্ণ সড়ক একই সময়ে একই স্ট্যান্ডার্ডে নির্মাণ করা প্রয়োজন বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে নির্মিত সড়কগুলো যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের উপর যানবাহন চালকগণ গুরুত্বারোপ করেন। তবে সড়ক প্রশস্তকরণে রাস্তার পাশে জমি প্রদানের বিষয়ে ভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। জনগণ মৌখিকভাবে জমি দিতে আগ্রহী বলে জানালেও প্রকৃতপক্ষে জমি পাওয়া বা গাছ কাটার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয় বলে এলজিইডি'র কর্মকর্তাগণ জানান।

১৭.০ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত ঃ

পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকসহ কুমিল্লার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ৩ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা, পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলোর উপজেলা প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা হয় এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। আলোচনাকালে কর্মকর্তাগণ কাজের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন, যা প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৮.০ প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ ঃ

১৮.১ প্রকল্প এলাকায় যে পরিমাণ সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ যে পরিমাণ সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব করেন আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সে পরিমাণ সড়ক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এতে কিছু সড়কের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্মাণ না করে আংশিক নির্মাণ করা হয়েছে।

১৮.২ প্রকল্প এলাকার কিছু অংশ বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওর অঞ্চলে বছরের বেশিরভাগ সময় কাজ করার সুযোগ থাকে না। এতে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলে সড়ক/ব্রিজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে বেশি সময় লাগে।

.৩ সড়কের পাশে জমির স্বল্পতা, পুকুর ও খাল থাকার কারণে অনেক সড়কে বা সড়কের কিছু অংশে সোল্ডার থাকে। এতে সড়কের পাড় ভেঙে সড়কের স্থায়ীত্ব কমে যায় এবং বিপরীতমুখী যানবাহন ক্রস করতেও সমস্যা হয়।

.৪ বাজার অংশে রাস্তার উপরে বা পাশে পানি জমে থাকে এবং যানবাহনের পরিমাণও বেশি থাকে। এতে সড়ক জেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

.৫ সরকারের বাজেট বৃদ্ধির সাথে সাথে এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের কাজ বাড়লেও জনবল বাড়ানো হয়নি। মাঠ পর্যায়ের জ যথাযথভাবে মনিটরিং করার জন্য জনবল বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

.৬ এলজিইডি'র ছোট-খাট রাস্তাগুলো যে ধরণের ঠিকাদার করে থাকে তাদের পুঁজির স্বল্পতার কারণে নিজস্ব রোড লার বা অন্যান্য ইকুইপমেন্ট থাকে না। এগুলো এলজিইডি থেকে ভাড়া করে তারা কাজ করে। কিন্তু এলজিইডি'র এসব ইপমেন্ট এর স্বল্পতার কারণে এবং কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় সব সময় ঠিকাদারকে সঠিক সময়ে এসব ইকুইপমেন্ট বরাহ করা সম্ভব হয় না। এতে কাজ বিলম্বিত হয়।

.৭ দেশে কখনও কখনও বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী যেমন-ইট, পাথর, বিটুমিন, রড় ইত্যাদির অপতুলতা দেখা দেয় বা মূল্য ড় যায়। ফলে ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হয় না। এয়াড়া মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত (বোনাফাইড) াদারের অভাবে ভাল মানের কাজ বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়।

.৮ সড়ক নির্মাণের জন্য এলজিইডি কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয় না। ফলে নির্ধারিত প্রশস্ততায় সড়ক াণ করতে বা সড়কের বাঁক সোজা করতে জমির মালিকের কাছ থেকে জমি পেতে ব্যাপক জটিলতার সম্মূখীন হতে হয়।

৯ রাস্তা নির্মাণ বা প্রশস্তকরণের জন্য কখনও গাছ কাটার প্রয়োজন হলে তার সমাধান করতেও অনেক সময় ব্যয় হয় ং জটিলতার সৃষ্টি হয়। এসব কারণে কাজ করতে বিলম্ব হয়, এমনকি ঠিকাদার জটিলতা এড়াতে কাজ করতে অনীহা শ করে।

১০ এলজিইডি'র বড় আকারের প্রকল্পগুলো সাধারণতঃ ৪/৫ বছর মেয়াদী হয়। কিন্তু প্রতি ২ বছর অন্তর এলজিইডি'র সিডিউল পরিবর্তন হয়। ফলে দেখা যায় প্রকল্প শুরুর ৩য় বছর থেকেই ডিপিপি'র প্রাক্কলিত মূল্যে কোন স্কীমের কাজ সম্ভব হয় না। এতে প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১১ এলজিইডি'র সকল প্রকিউরম্যান্ট বর্তমানে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে করা হচ্ছে। এতে কর্মকর্তাগণ স্বস্তি বোধ করলেও জিপি তে এখনও কিছু দুর্বলতা থাকায় পূর্ণ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

০ **পর্যবেক্ষণ ঃ**

১ প্রকল্প এলাকার ৩টি জেলার বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ১৯৯৫৭.২০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়কের মধ্যে ইতোমধ্যে ত হয়েছে ৬৯০২.১৯ কিলোমিটার। অর্থাৎ মোট সড়কের ৩৪.৫৮% পাকা করা হয়েছে, যা দেশের জাতীয় গড় অগ্রগতি প্রায় সমান। তবে এখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় এবং য় জনপ্রতিনিধিগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানান;

২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সড়ক, ব্রীজ/কালভার্টের গুনগতমান পরিদর্শনে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়। তবে দের সীমাবদ্ধতার কারণে কোন কোন সড়কের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্মাণ না করে আংশিকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এতে াণ সড়কের পূর্ণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া, অনেক আগে নির্মিত অংশ যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে ছে এবং মেরামত/পুনর্বাসনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে;

৩ বর্তমানে গ্রামীণ সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচলের পরিমাণ যেমন বেড়েছে, তেমনি ভারী যানবাহন চলাচলও ড়ছে। বর্তমানে গ্রামীণ সড়কের জন্য যে রোড ডিজাইন রয়েছে তা ভারী যানবাহন চলাচলের উপযোগী নয়। তাই

ডিজাইন পরিবর্তন করে সড়কগুলোকে ভারী যানবাহন চলাচলের উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;

১৯.৪ সড়কগুলোকে শক্তিশালী করে ভারী যানবাহন চলাচলের উপযোগী না করা পর্যন্ত সে সব সড়কে ভারী যানবাহন প্রবেশ সীমিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৯.৫ একই ক্যাটাগরির সড়কের জন্য সাধারণ (Common) একটি ডিজাইন না করে সড়কের ভৌগোলিক অবস্থা, মাটির প্রকৃতি, যানবাহনের প্রকৃতি ও পরিমাণ, স্লোপ, সড়কের পাশে জলাশয়ের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে Case-by-case সড়কের ডিজাইন করা প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়;

১৯.৬ কোন কোন সড়কের একটি অংশ পুকুর/খাল বা অন্যান্য জলাশয়ের পাড় দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রশস্ততায় নির্মাণ করতে গিয়ে পর্যাপ্ত রক্ষাপদ কাজের প্রয়োজন হয়েছে। এ ধরণের রাস্তা নির্মাণ করা একটি চ্যালেঞ্জ এবং ব্যয় সাপেক্ষ;

১৯.৭ কোন কোন সড়কের কিছু কিছু অংশে সড়কের পাশে সোল্ডার না থাকায় সড়কের পাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়কের উভয় পাশে কমপক্ষে ৩ ফুট করে সোল্ডার রাখা নিশ্চিত করা এবং যানবাহন ক্রসিং এর জন্য সড়কের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর যানবাহন-বে স্থাপনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয়;

১৯.৮ কোন কোন সড়কের পাশে পুকুর, খাল বা অন্যান্য জলাশয় থাকায় প্যালাসাইডিং বা অন্যান্য রক্ষাপদ কাজ করতে হয়েছে। তবে ডিপিপিতে রক্ষাপ্রদ কাজের সংস্থান পর্যাপ্ত নয় বলে ডিপিপি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়;

১৯.৯ অনেক সড়কের পাশে মাছের পুকুর/খামার রয়েছে। পুকুর/খামারের মাছ মাটি খেয়ে সড়কের পাড় ভেঙে ফেলছে। তাই সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক রাস্তার পাশের জলাশয়ের মালিকগণ যাতে নিজ উদ্যোগে পাড় সংরক্ষণ করেন সে বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়;

১৯.১০ সড়কের আশ-পাশের জনগণ অনেক সময় সড়কের পাশের মাটি কেটে, নীচ দিয়ে ড্রেন করে, ফসল মাড়াই করে, মাছ চাষ করে সড়কটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ/সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে তারা এটিকে তাদের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে তা যথাযথভাবে ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করবে বলে কমিটি মনে করে;

১৯.১১ সড়কের বাজার অংশে বা যে সব অংশে পানি জমে থাকে সে সব অংশে বিটুমিনাস কার্পেটিং এর পরিবর্তে আরসি-সি সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত করা প্রয়োজন;

১৯.১২ এ প্রকল্পের আওতায় সড়কগুলো নির্ধারিত প্রশস্ততায় নির্মিত হলেও ইতোপূর্বে নির্মিত কোন কোন সড়কের অংশ বিশেষ নির্ধারিত প্রশস্ততার চেয়ে কম প্রশস্ততায় নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচল বেড়ে যাওয়ায় সড়কগুলো প্রশস্ত করার প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়;

১৯.১৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কিছু কিছু সড়কের পাশে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। তবে সড়কের পাশের জমির মালিক-গণ জানান যে, তারা যে ধরণের গাছ লাগাতে ইচ্ছুক সব সময় সে ধরণের গাছ লাগানো হয় না। বৃক্ষরোপন কাজটি তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হলে তারা তাদের পছন্দমত গাছ লাগাতে এবং পরিচর্যা করতে পারবেন। তবে এলজিইডি'র কর্মকর্তাগণ জানান যে, গাছের ছায়ায় ফসল কম হয় বলে মালিকগণ গাছ লাগাতে চান না বা কখনও গাছ কেটে ফেলে/নষ্ট করে ফেলে;

১৯.১৪ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দের অভাবে এ প্রকল্প বা অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সড়কগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে রাজস্ব বাজেটের পাশাপাশি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে

য়া হলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে এলজিইডি'র কর্মকর্তাগণ জানান। তাই রক্ষণাবেক্ষণ খাতের বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে াপ করা হয়;

নির্মিত সড়কগুলোর ছোট-খাট সমস্যা মোবাইল মেইনটেনেন্স এর মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে সমাধান করা গেলে া টেকসই করা সম্ভব। কিন্তু মোবাইল মেইনটেনেন্স এর পর্যাপ্ত সুবিধা এবং বরাদ্দ উপজেলা পর্যায়ে নেই মর্মে ডি'র কর্মকর্তাগণ জানান;

বিভিন্ন মহলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বি-ক্যাটাগরির গ্রাম সড়ক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং এলজিইডি কর্তৃক তা করতে হচ্ছে। শুধুমাত্র কানেক্টিভিটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বি-ক্যাটাগরির যে গ্রাম সড়কগুলো নির্মাণের জন্য নির্মাণ করা যেতে পারে;

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার নির্মাণের পর সেগুলো মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি'র দায়-দায়িত্ব খুবই সীমিত। মিটি কর্তৃক এসব গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার এবং সংশ্লিষ্ট ড্রেন/টয়লেট ইত্যাদি যথাযথভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়;

সড়ক নির্মাণের পর ১ বছর যেতে না যেতেই কিছু কিছু সড়কে ত্রুটি দেখা দেয়। কিন্তু এলজিইডি'র রাজস্ব আওতায় সে সময়ে বরাদ্দ পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই সড়ক নির্মাণের পর ঠিকাদারের Defect Liability ১ বছর থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ২ বছর করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়;

এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের জনবলের স্বল্পতার কারণে সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম যথাসময়ে বে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। তাই আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করার বিষয়টি করা যেতে পারে। তবে আমাদের দেশের জন্য এটি একটি নতুন ধারণা বিধায় প্রাথমিকভাবে পাইলট আকারে করা যেতে পারে মর্মে কমিটি মনে করে;

প্রকল্পের সংশোধন পরিহার করার লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ না করে রেট সিডিউলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মেয়াদী পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ যৌক্তিক হবে;

ভবিষ্যতে পল্লী সড়কে যানবাহনের ভলিউম বিবেচনা করে অধিক প্রশস্ততায় সড়ক্ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পে কিছু গ্রহণের সংস্থান রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;

নির্মাণাধীন সড়ক/ব্রিজে নির্মাণ কাজের তথ্য/বিবরণ সম্বলিত সাইনবোর্ড থাকার কথা থাকলেও সব স্কীমে র্ড পরিলক্ষিত হয়নি;

সড়ক নির্মাণের গুণগতমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা কে সাইন-সিগন্যাল ও কিলোমিটার পোষ্ট স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;

একই সড়ক এলজিইডি'র একাধিক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির প্রবণতা দেখা যায়। একই সড়ক বিভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির রিহার এবং সড়কের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য এলজিইডি'র সড়কের ডাটাবেজ আরও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন;

এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের জনবল ও ইকুইপমেন্ট বাড়ানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ারে।

কমিটির সুপারিশঃ

প্রকল্প এলাকার Core Network চিহ্নিত করে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম সড়কগুলো

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ করে পরবর্তীতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম সড়কগুলো নির্মাণ করা যেতে পারে;

২০.২ প্রকল্প এলাকায় যে সড়কগুলো আংশিক নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোর কানেক্টিভিটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ কর যেতে পারে এবং ইতোপূর্বে নির্মিত সড়কগুলো রাজস্ব বাজেটের আওতায় বা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দ্রুত পুনর্বাসন/রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে;

২০.৩ বর্তমানে পল্লী সড়কের জন্য যে রোড ডিজাইন রয়েছে তা পরিবর্তন করে সড়কগুলোকে ভারী যানবাহন চলাচলের উপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

২০.৪ পল্লী সড়কগুলোকে শক্তিশালী করে ভারী যানবাহন চলাচলের উপযোগী না করা পর্যন্ত সে সব সড়কে ভারী যানবাহন প্রবেশ সীমিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

২০.৫ একই ক্যাটাগরির সড়কের জন্য সাধারণ (Common) একটি ডিজাইন না করে সড়কের ভৌগোলিক অবস্থা, মাটির প্রকৃতি, যানবাহনের প্রকৃতি ও পরিমাণ, স্লোপ, সড়কের পাশে জলাশয়ের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে Case-by-case সড়কের ডিজাইন করা প্রয়োজন;

২০.৬ নির্ধারিত প্রশস্ততার চেয়ে কম প্রশস্ততায় যাতে কোন সড়ক নির্মাণ করা না হয় সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। নির্ধারিত প্রশস্ততায় সড়ক নির্মাণ সম্ভব না হলে তা পরিহার করা সমীচীন হবে।

২০.৭ সড়কের পাড় ভেঙে যাওয়া রোধ এবং সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়কের উভয় পাশে কমপক্ষে ৩ ফুট করে সোল্ডার রাখা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে যানবাহন ক্রসিং এর জন্য সড়কের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর বে স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

২০.৮ সড়কের পাশে পুকুর, খাল বা অন্যান্য জলাশয় থাকলে প্যালাসাইডিং বা অন্যান্য রক্ষাপ্রদ কাজের সংস্থান রেখে সড়ক নির্মাণ নিশ্চিত করা যেতে পারে;

২০.৯ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক রাস্তার পাশের জলাশয়ের মালিকগণ যাতে নিজ উদ্যোগে পাড় সংরক্ষণ করেন সে বিষয়ে উপজেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

২০.১০ সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ/সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে তারা এটিকে তাদের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে তা যথাযথভাবে ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করতে পারে। পাইলট আকারে এ বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

২০.১১ সড়কের বাজার অংশে বা যে সব অংশে পানি জমে থাকে সে সব অংশে বিটুমিনাস কার্পেটিং এর পরিবর্তে আরসি-সি সড়ক নির্মাণ করা যেতে পারে এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত করা প্রয়োজন;

২০.১২ বর্তমানে গ্রামীণ সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচল বেড়ে যাওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিত জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়কগুলো যথাক্রমে ১৮ ফুট, ১২ ফুট ও ১০ ফুট প্রশস্ততায় নির্মাণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। সেই সাথে কোন সড়কই যাতে ১০ ফুট এর কম প্রশস্ততায় নির্মাণ করা না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

২০.১৩ বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকগণের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন এবং সামাজিক বনায়নে স্টেকহোল্ডার মাঝে গাছের মালিকানার ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচলিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে;

বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সড়কগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে রক্ষণাবেক্ষণ খাতের বরাদ্দ বাড়ানোর বিবেচনা করা যেতে পারে;

নির্মিত সড়কগুলোর ছোট-খাট সমস্যা মোবাইল মেইনটেনেন্স এর মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে সমাধান করার লক্ষ্যে পর্যায়ে মোবাইল মেইনটেনেন্স এর সুবিধা বৃদ্ধি এবং এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

শুধুমাত্র কানেক্টিভিটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বি-ক্যাটাগরির যে গ্রাম সড়কগুলো নির্মাণের প্রয়োজন সেগুলো নির্মাণ ত পারে;

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজারগুলো এবং সংশ্লিষ্ট ড্রেন/টয়লেট ইত্যাদি বাজার কমিটি কর্তৃক াবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

সড়ক নির্মাণের পর ঠিকাদারের Defect Liability Period ১ বছর থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ২ বছর করার বিষয়টি করা যেতে পারে;

এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের জনবলের স্বল্পতার কারণে সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম আউটসোর্সিং মে করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের দেশের জন্য এটি একটি নতুন ধারণা বিধায় প্রাথমিকভাবে আকারে বিবেচনা করা যেতে পারে;

প্রকল্পের সংশোধন পরিহার করার লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ না করে রেট সিডিউলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে া মেয়াদী পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে;

ভবিষ্যতে পল্লী সড়কে যানবাহনের ভলিউম বিবেচনা করে অধিক প্রশস্ততায় সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পে কিছু গ্রহণের সংস্থান রাখা যেতে পারে;

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সকল নির্মাণাধীন স্কীমের পাশে নির্মাণ কাজের তথ্য/বিবরণ সম্বলিত র্ড স্থাপন নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

সড়ক নির্মাণের গুণগতমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ ন-সিগন্যাল ও কিলোমিটার পোষ্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

একই সড়ক বিভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির দ্বৈততা পরিহার এবং সড়কের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য এলজিইডি'র ডাটাবেজ আরও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন;

এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের জনবল ও ইকুইপমেন্ট বাড়ানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ারে।

মোঃ হারুন অর রশিদ
সিনিয়র সহকারী প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
কমিটির সদস্য-সচিব

ফকির মুহাম্মদ মুনাওয়ার হোসেন
সদস্যের একান্ত সচিব
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ দিদারুল আলম
সিনিয়র সহকারী প্রধান
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ আব্দুস সালাম মোল্যা
প্রকল্প পরিচালক
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা), এলজিইডি
ও
কমিটির সদস্য

মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন
উপ-প্রধান
কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ আবুল ফজল মীর
উপ-সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও
কমিটির সদস্য

নূর মোহাম্মদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
মহাপরিচালক, আইএমইডি
ও
কমিটির সদস্য

মোঃ মনজুরুল আনোয়ার
যুগ্ম-প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
কমিটির আহ্বায়ক

শেখ নজরুল ইসলাম
প্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
কমিটির উপদেষ্টা